AQD - 101/12

১. তাকফীরের পরিচয়

২. তাকফীরের মূলনীতি

৩. তাকফীরের শর্ত ও প্রতিবন্ধকতা

১. তাকফীরের পরিচয়

শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ:

ঈমান এবং ইসলামের বিপরীত জিনিস হলো, কুফর। কুফর শব্দের শাব্দিক অর্থ লুকানো, অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। পারিভাষিক অর্থ হলো, 'জরুরিয়াতে দ্বীন'-সর্বজনবিদিত বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত কোনো বিষয়কে অস্বীকার করা।

তাকফীর (التكفير) অর্থ কাউকে কাফির বলা বা কাফির বলে অভিযুক্ত করা অর্থাৎ ঈমানের দাবিদার বা মুসলিম হিসেবে দাবিকারী ব্যক্তিকে কাফির বলে আখ্যা দেয়া।

আরবিতে তাকফীরের সংজ্ঞা এভাবে দেওয়া হয়:

التكفير: نسبة أحد المسلمين إلى الكفر، وإخراجه عن ملّة الإسلام

অর্থাৎ কোনো মুসলিমকে কুফরের দিকে সম্বোধন করা, এবং তাকে মিল্লাতে ইসলাম থেকে বের করে দেয়া। ইসলামে কুফর, কাফির ও কাউকে কাফির বলে ঘোষণা করা অত্যন্ত স্পর্শকাতর একটি বিষয়। সমকালে বিষয়টি জনপরিসরে ব্যাপকভাবে আলোচিত হচ্ছে।

পারিভাষিকভাবে কুফরকে পরিচয় করাতে গিয়ে নানাজন নানা শব্দে একে উল্লেখ করেছেন। শব্দ ভিন্ন হলেও একটু গভীরভাবে দেখলে বুঝা যাবে মর্মগতভাবে সবগুলো আসলে একই অর্থ ধারণ করছে। যেমন, আল্লামা ইবনে হাজম রহ. বলেছেন: আল্লাহ তা'আলার রুবুবিয়্যাতকে অস্বীকার করা, কুরআনুল কারীমে যে সকল নবীর নবুওয়াত প্রমাণিত হয়েছে, তাদের কোন একজনের নবী হওয়াকে অস্বীকার করা, কিংবা নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সকল বিষয় নিয়ে এসেছেন, সেগুলো থেকে এই অস্বীকারকারীর নিকট যেগুলো বিরাট দলের বর্ণনার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, তার কোন কিছুকে অস্বীকার করা; অথবা, এমন কোন কাজ করা, যার কুফরি হওয়ার ব্যাপারে অকাট্য প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এমন সব কিছুর জন্য আল্লাহ তা'আলা 'কুফরুন' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। আল ফাসল ফিল মিলাল ওয়াল আহওয়া ওয়াননিহাল, ৩:১১৮

ইমাম ইবনুল ওয়াজির বলেন: কুফরের মূল কথা হলো আল্লাহ কর্তৃক অবতীর্ণ জ্ঞাত কিতাবসমূহের কোন অংশকে স্বেচ্ছায় মিথ্যা বলা, কোন রাসূলকে অস্বীকার করা, অথবা তারা যা যা নিয়ে এসেছেন, তার মধ্য থেকে যেগুলোর ব্যাপারে স্বভাবত আবশ্যকীয়ভাবে মুসলমানমাত্রই জ্ঞাত থাকে, সেরকম কোন অংশকে অস্বীকার করা। (ইসারুল হক:৩৭৬)।

আল্লামা কাশ্মিরী রহ. বলেন: দ্বীনের সেসব অকাট্য ও সুনিশ্চিত বিষয়সমূহকে অস্বীকার করা, যেগুলোর দ্বীনের অংশ হওয়ার ব্যাপারটি নবীজি সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়েছে এবং তা প্রজন্ম পরম্পরা ও প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, এমন যে সাধারণ মুসলমানগণও এসবের ব্যাপারে জানে। যেমন তাওহিদ, নবুওয়াত, খতমে নবুওয়াত, পুনরুত্থান, শাস্তি ও প্রতিদান, নামাজ ও যাকাত ওয়াজিব হওয়া, মদ হারাম হওয়া ইত্যাদি। এমন কোন কিছুকে স্বীকার না করলে সে ব্যক্তি কাফির হবে, এবং তাকে কাফির বলার কাজটিকে তাকফীরকরণ বলা হয়।

একটা প্রশ্ন হতে পারে, এমন গাফেল মুসলমানও তো আছে, যে এমন সাধারণ বিষয়গুলোর কোন কিছু না জানতে পারে। তার ক্ষেত্রে কী হবে?

এ প্রশ্নের জবাবে আল্লামা কাশ্মিরী (রহ.) বলেছেন-
এমন ব্যাপক প্রসিদ্ধির মানদণ্ড হলো- সাধারণ মুসলমানের সকল স্তরে এ সংবাদ পৌঁছে যাওয়া। এখন, প্রত্যেকেই জানতে হবে এমনটি জরুরি নয়।

এমনিভাবে সাধারণ মুসলমানের যে স্তর দ্বীনের ব্যাপারে আগ্রহ রাখে না, তাদের মধ্যে পৌঁছাও জরুরি নয়। বরং, যে স্তরগুলো দ্বীনের ব্যাপারে আগ্রহ রাখে, তেমন স্তরগুলোতে পৌঁছে গেলেই বিষয়গুলো "স্বভাবত আবশ্যকীয়ভাবে মুসলমানমাত্রই জ্ঞাত" বলে প্রমাণিত হবে। ইকফারুল মুলহিদীন-২,৩

একটি উদাহরণ দেখুন। কুফরির প্রতি সন্তুষ্টি কুফর। কেউ যদি অমুসলিম, নাস্তিক বা ইসলাম অবমাননাকারীর শিরক-কুফর মত বা কর্মের প্রতি সন্তুষ্ট থাকে বা তারাও আখিরাতে মুক্তি লাভ করবে বলে বিশ্বাস করে তবে সে ব্যক্তি কাফির, যদিও সে ইসলামের সকল বিশ্বাস ও আহকাম পালন করে।

❑ ইমাম ত্বহাবী রহ. বলেন:

وَنُسَمِّي أَهْلَ قِبْلَتِنَا مُسْلِمِينَ مُؤْمِنِينَ، مَا دَامُوا بِمَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ مُعْتَرِفِينَ، وَلَهُ بِكُلِّ مَا قَالَ وَأَخْبَرَ مُصَدِّقِينَ...
وَلا نُكَفِّرُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِذَنْبٍ، مَا لَمْ يَسْتَحِلَّهُ، وَلا يَخْرُجُ الْعَبْدُ مِنَ الإِيمَانِ إِلاَّ بِجُحُودِ مَا أَدْخَلَهُ فِيهِ.

"আমাদের কিবলাপন্থীদের ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা মু'মিন মুসলিম বলে আখ্যায়িত করব যতক্ষণ তারা নবী (ﷺ) যা কিছু নিয়ে এসেছেন তা স্বীকার করবে এবং তিনি যা কিছু বলেছেন সব সত্য বলে সাক্ষ্য দিবে। ... আমাদের কিবলাপন্থী কোনো মুমিনকে কোনো পাপের কারণে আমরা কাফির বলি না, যতক্ষণ না সে এ পাপ হালাল মনে করবে। .... যেসব বিষয় বান্দাকে ঈমানের অন্তর্ভুক্ত করেছে, এমন কোনো বিষয় অস্বীকার না করলে, সে ঈমানের গন্ডি হতে বের হয় না। (তাহাবী, আল-আকীদাহ, পৃ. ১৩-১৫)

এ প্রসঙ্গে মোল্লা আলী কারী (রহ.) উল্লেখ করেছেন যে, ‘আহলু কিবলা’ বলতে ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসগুলো যারা মেনে নিয়েছেন তাদেরকে বুঝানো হয়। তাওহীদ, রিসালাত, আরকানুল ঈমান ও আনুষঙ্গিক সকল বিষয় যা কুরআন কারীমে সুস্পষ্ট বলা হয়েছে, মুসলিম উম্মাহর সকল আলিম যে বিষয়ে একমত পোষণ করেছেন বা যে বিষয়টি মুসলিম উম্মাহর মধ্যে সুপ্রসিদ্ধি এরূপ কোনো বিষয় যদি কেউ অস্বীকার করেন বা অবিশ্বাস করেন, তবে তাকে ‘আহলু কিবলা’ বলা হয় না। যেমন তাওহীদুর রুবূবিয়্যাত অস্বীকার করা, তাওহীদুল উলূহিয়্যাত অস্বীকার করা, মুহাম্মদ (ﷺ)-এর রিসালাতের সর্বজনীনতা বা খাতমুন নুবুওয়াত অস্বীকার করা, কাউকে কোনো পর্যায়ে তাঁর শরীয়তের ঊর্ধ্বে বলে বিশ্বাস করা, আখিরাত অস্বীকার করা ইত্যাদি। এরূপ অবিশ্বাসে লিপ্ত ব্যক্তি যদি আজীবন কিবলামুখী হয়ে সালাত পড়েন বা ইসলামের অন্যান্য বিধান পালন করেন তবুও তাকে ‘আহলু কিবলা’ বলা হবে না। কারণ তিনি ঈমানই অর্জন করেননি, কাজেই তার ইসলাম বা কিবলামুখী হওয়া অর্থহীন।

তিনি উল্লেখ করেছেন যে, কোনো মুমিন মুসলিম যদি এমন কোনো কর্মে লিপ্ত হয় বা কথা বলে যা কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশ অনুসারে কুফর বা শিরক বলে গণ্য তবে তার কর্মকে অবশ্যই শিরক বা কুফর বলা হবে, তবে উক্ত ব্যক্তিকে সুনির্দিষ্টভাবে কাফির বা মুশরিক বলার আগে দেখতে হবে যে, অজ্ঞতা, ব্যাখ্যা, ভুল বুঝা বা এজাতীয় কোনো ওযর তার আছে কি না। মোল্লা আলী কারী, শারহুল ফিকহিল আকবার, পৃ. ২৫৭-২৬২

তাকফীরের ব্যাপারে সতর্কতা ও ভারসাম্য:

কথায় কথায় কাউকে কাফির আখ্যায়িত করার প্রবণতা অতীতেও কমবেশী ছিল, তবে ইদানীং এটা খুব বেশি ব্যাপক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন এক আলেম আরেক আলেমকে, এক পীর আরেক পীরকে, এক পীর বা আলেমের অনুসারীরা সেই পীর বা আলেমের বিরোধীদেরকে, একদল আরেক দলকে অবলীলায় কাফির ফতোয়া দিয়ে যাচ্ছে।

সোশ্যাল মিডিয়ায় এটা চলছে দেদারছে, একেবারেই লাগামহীনভাবে। কিন্তু তাকফীর (تكفير) তথা কাউকে কাফির আখ্যায়িত করার বিষয়টা এমন লঘু বিষয় নয় যে, কথায় কথায় যেনতেন কারণে কাউকে কাফির আখ্যায়িত করা যায়। কাউকে কাফির আখ্যায়িত করার বিষয়টা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ বিষয়। এটা অত্যন্ত সতর্কতা ও ভারসাম্যের দাবি রাখে। কেননা প্রকৃতপক্ষেই যদি কারও মতবাদ বা চিন্তা-চেতনা কুফরি পর্যায়ে উপনীত না হয়ে থাকে বরং ঈমানের আওতার মধ্যে থাকে, তাহলে তাকে কাফির বলে ফতোয়া দেয়ার অর্থ দাঁড়াবে ঈমানকে কুফরি বলা, একজন মুমিনকে কাফির বলা।

ইমাম ত্বহাবী রহ. বলেন:

وَنُسَمِّي أَهْلَ قِبْلَتِنَا مُسْلِمِينَ مُؤْمِنِينَ، مَا دَامُوا بِمَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ مُعْتَرِفِينَ، وَلَهُ بِكُلِّ مَا قَالَ وَأَخْبَرَ مُصَدِّقِينَ... وَلا نُكَفِّرُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِذَنْبٍ، مَا لَمْ يَسْتَحِلَّهُ، وَلا يَخْرُجُ الْعَبْدُ مِنَ الإِيمَانِ إِلاَّ بِجُحُودِ مَا أَدْخَلَهُ فِيهِ.

‘‘আমাদের কিবলাপন্থীদের ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা মু'মিন মুসলিম বলে আখ্যায়িত করব যতক্ষণ তারা নবী (ﷺ) যা কিছু নিয়ে এসেছেন তা স্বীকার করবে এবং তিনি যা কিছু বলেছেন সব সত্য বলে সাক্ষ্য দিবে। ... আমাদের কিবলাপন্থী কোনো মুমিনকে কোনো পাপের কারণে আমরা কাফির বলি না, যতক্ষণ না সে এ পাপ হালাল মনে করবে। .... যেসব বিষয় বান্দাকে ঈমানের অন্তর্ভুক্ত করেছে, এমন কোনো বিষয় অস্বীকার না করলে, সে ঈমানের গন্ডি হতে বের হয় না। (তাহাবী, আল-আকীদাহ, পৃ. ১৩-১৫)

তবে হ্যাঁ, মুসলমান নামধারী বা মুসলমান বলে নিজেকে পরিচয় দানকারী কেউ যদি প্রকৃতপক্ষেই কাফির হয়ে যায়, তাহলে তাকে কাফির ফতোয়া দেয়ার মাধ্যমে তার অবস্থানকে মুসলমানদের সামনে পরিষ্কার করে দেয়া জরুরি হয়ে দাঁড়ায়, যাতে তার পোষণ করা কুফরি মতবাদ বা কুফরি চিন্তা-চেতনার ব্যাপারে সকলে সতর্ক হয়ে যায় এবং তাকে মুসলমান মনে করে সরল বিশ্বাসে তার মতবাদ ও চিন্তা-চেতনা গ্রহণ করে বিভ্রান্ত না হয়। এরূপ লোককে কাফির আখ্যায়িত না করা অর্থ তাকে হেদায়েতপ্রাপ্ত বলে স্বীকৃতি প্রদান করা।

কুরআনে কারীমে এটা নিষেধ করা হয়েছে।
ইরশাদ হয়েছে, أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ
অর্থাৎ, আল্লাহ্ যাকে গোমরাহ করেছেন তোমরা কি তাকে হেদায়েতপ্রাপ্ত বলতে চাও? (সূরা নিসা:৮৮)

তাহলে দেখা গেল কখনও তাকফীর করা কঠিনভাবে নিষিদ্ধ থাকে আবার কখনও তাকফীর করা জরুরি হয়ে দাঁড়ায়। অতএব যারা মনে করে কোনো অবস্থাতেই কাউকে তাকফীর করা যাবে না, তাকফীর করলেই তারা সেটাকে কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি আখ্যায়িত করে সর্বাবস্থায় তাকফীর করা থেকে উলামায়ে কেরামকে বিরত থাকা চাই, তারা তাকফীর বিষয়ে ছাড়াছাড়িতে মশগুল রয়েছে। আবার যারা কথায় কথায় খুঁটিনাটি কারণে বা সামান্য ভুল-বিচ্যুতির দরুণ তাকফীর করে বসে, তারা রয়েছে বাড়াবাড়িতে। তাকফীর বিষয়ে বাড়াবাড়ি ছাড়াছাড়ি কোন রকম প্রান্তিকতা নয় বরং সম্পূর্ণ ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থানে থাকা চাই। যে অবস্থায় তাকফীর নিষিদ্ধ সে অবস্থায় তাকফীর থেকে অবশ্যই বিরত থাকা চাই, আবার জরুরি অবস্থায় তাকফীর করাও চাই।

এখন প্রশ্ন হলো, কোনো গুনাহগার মুসলমানকে কি কাফির বলা যাবে?
প্রতি উত্তরে বলা যায় যে, কোন গুনাহগার মুসলমানকে কাফির বলা যাবে না। কাফির বলা জায়েজ হবে না। বরং যে কোনো মুসলমানকে কাফির বলবে তার মারাত্মক ধরণের গুনাহ হবে। অযথা কাউকে তাকফীর করা নাজায়েজ ও হারাম। কুরআন ও হাদীসে এ ব্যাপারে কড়া ধমকি এসেছে।

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ ۚ كَذَٰلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন আল্লাহর পথে সফর কর, তখন যাচাই করে নিও এবং যে, তোমাদেরকে সালাম করে তাকে বলো না যে, তুমি মুসলমান নও। তোমরা পার্থিব জীবনের সম্পদ অন্বেষণ কর, বস্তুত আল্লাহর কাছে অনেক সম্পদ রয়েছে। তোমরাও তো এমনি ছিলে ইতঃপূর্বে; অতঃপর আল্লাহ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। অতএব, এখন অনুসন্ধান করে নিও। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের কাজ কর্মের খবর রাখেন।{সূরা নিসা-৯৪}

হাদীসে রাসূল (সা.) যে ব্যক্তি কাফির না তাকে কাফির বললে, সেই কুফরি তার দিকে প্রত্যাবর্তন করে মর্মে কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন-

عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه و سلم يقول (لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك

হযরত আবু জর (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসুল (সা.) বলেছেন যে, তোমাদের কেউ যদি কাউকে ফাসিক বলে, কিংবা কাফির বলে অথচ লোকটি এমন নয়, তাহলে তা যিনি বলেছেন তার দিকে ফিরে আসবে। {সহীহ বুখারী, হাদীস নং-৫৬৯৮}

তবে হ্যাঁ, মুসলমান নামধারী বা মুসলমান বলে নিজেকে পরিচয় দানকারী কেউ যদি প্রকৃতপক্ষেই কাফির হয়ে যায়, তাহলে তাকে কাফির ফতোয়া দেয়ার মাধ্যমে তার অবস্থানকে মুসলমানদের সামনে পরিষ্কার করে দেয়া জরুরি হয়ে দাঁড়ায়, যাতে তার পোষণ করা কুফরি মতবাদ বা কুফরি চিন্তা-চেতনার ব্যাপারে সকলে সতর্ক হয়ে যায় এবং তাকে মুসলমান মনে করে সরল বিশ্বাসে তার মতবাদ ও চিন্তা-চেতনা গ্রহণ করে বিভ্রান্ত না হয়। এরূপ লোককে কাফির আখ্যায়িত না করা অর্থ তাকে হেদায়েতপ্রাপ্ত বলে স্বীকৃতি প্রদান করা।

২. তাকফীরের মূলনীতি

কুফরি কাজ করা আর কাফির হয়ে যাওয়া এক জিনিস নয়। অনেক সময় এমন হতে পারে যে, কেউ কুফরি কাজ করেছে, কিন্তু সে এর দরুন কাফির হয়ে যায়নি। কারণ, শরীয়তে এমন কয়েকটি বিষয় আছে, যা বিদ্যমান থাকাবস্থায় কেউ কুফরি কাজ করা সত্ত্বেও কাফির হয় না। কোন্ অবস্থায় তাকফীর নিষিদ্ধ আর কোন্ অবস্থায় তা জরুরি? তো এ ব্যাপারে বিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম কুরআন-হাদীস-এর ভিত্তিতে বেশ কিছু মূলনীতি দাঁড় করিয়েছেন যেগুলোকে ‘উসূলে তাকফীর’ (কাফির আখ্যায়িত করা না করার মূলনীতি) বা তাকফীরের মূলনীতি বলা হয়

কাউকে কাফির বলে ফতোয়া দিতে হলে অবশ্যই তা সেসব মূলনীতির আলোকে হতে হবে। সেসব মূলনীতি সামনে রাখলে কথায় কথায় যেনতেন কারণে কাউকে কাফির আখ্যায়িত করার অবকাশ বের হয়ে আসে না। কারও সেসব মূলনীতি জানা থাকলে তার কাছে তাকফীর-এর বিষয়টা লঘু বোধ হবে না। তাকফীর-এর বিষয়টা কেবল তার কাছেই লঘু বোধ হয় যে সেসব মূলনীতি সম্বন্ধে অজ্ঞ, মূর্খ। এরূপ অজ্ঞ-মূর্খরাই কথায় কথায় খুঁটিনাটি কারণে, ঠুনকো দলিলের ভিত্তিতে বিভিন্নজনকে কাফির বলে ফতোয়া দিয়ে থাকে। এরূপ অজ্ঞ-মূর্খরা অন্যকে কাফির বলে ফতোয়া দিয়ে হয়তো বাহবা পায়, স্লোগান পায়, সোশ্যাল মিডিয়ায় ও ফেসবুকে লাইক শেয়ার পায় কিন্তু বিজ্ঞজনেরা বুঝতে পারেন তাদের ফতোয়া কতটা মূর্খতাপ্রসূত।

তাকফীরের মূলনীতিসমূহের মধ্যে একটি বিশেষ মূলনীতি হলো- কোন মুসলমানের কোন কথা বা কাজ কুফর কি না- এ ব্যাপারে উভয় দিকের সম্ভাবনা থাকলে তাকে সেই কথা বা কাজের ভিত্তিতে কাফির বলে ফতোয়া দেয়া যাবে না। এমনকি কুফরের দিকটার সম্ভাবনা অধিক হলেও। এমনকি কুফরের দিকের সম্ভাবনা ৯৯ ভাগ আর কুফর না হওয়ার সম্ভাবনা ১ ভাগ হলেও। অর্থাৎ কুফর না হওয়ার সামান্যতম সম্ভাবনা থাকা অবস্থায় তাকফীর করা যায় না। কেবলমাত্র কারও কোন কথা বা কাজ একশত ভাগ নিশ্চিত কুফরির সম্ভাবনাযুক্ত হলেই তার কারণে তাকে কাফির আখ্যায়িত করা যাবে।(জাওয়াহিরুল ফিকহ)

তাকফীরের মূলনীতিসমূহের মধ্যে আর একটি বিশেষ মূলনীতি হলো- একমাত্র এমন কোন বিষয় অস্বীকার করার কারণেই তাকফীর করা যাবে যার প্রামাণ্যিকতাও অকাট্য¨ (قطعي الثبوت) মর্ম জ্ঞাপনও অকাট্য (قطعي الدلالة)। কোন বিষয়ের প্রামাণ্যিকতা যদি অকাট্য না হয় কিংবা কোন কিছুর মর্মে যদি ভিন্ন কোন সম্ভাবনা থাকে (তাহলে সেটা মর্ম জ্ঞাপনে অকাট্য নয়) তেমন বিষয় কেউ অস্বীকার করলে তাকে তাকফীর করা যায় না। বিষয়টা কোন লঘু বিষয় নয়, এটা অনেক গুরুতর বিষয়। এটাকে ছেলেখেলায় পরিণত করা থেকে অবশ্যই আমাদের বিরত থাকা উচিত।

মোল্লা আলী কারী র. শরহুশ শিফা গ্রন্থে বলেছেন,

ادخال كافر في الملة الاسلامية او اخراج مسلم عنها عظيم في الدين

অর্থাৎ, কোন কাফিরকে মুসলিম মিল্লাতের অন্তর্ভুক্ত করা কিংবা কোন মুসলমানকে মুসলিম মিল্লাত থেকে বহির্ভূত করা অনেক গুরুতর বিষয়। সুতরাং কাউকে কাফির বলতে হলে প্রথমত কোন কোন কাজ কুফরি সেটা জানা থাকতে হবে। পাশাপাশি কোন কোন কারণে কুফরি করা সত্ত্বেও ব্যক্তি কাফির হয় না সেটাও জানা থাকতে হবে। এছাড়াও এতে আরও অনেক বিষয় আছে, যা একমাত্র বিজ্ঞ আলেমরাই জানেন।

হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম আবূ হামিদ গাযালী (৫০৫ হি.) ‘‘কিতাবুত তাফরিকা বাইনাল ঈমান ওয়ায যানদাক (ঈমান ও বেঈমানীর মধ্যে পার্থক্য) গ্রন্থে বলেন:

إِنَّ التَّكْفِيْرَ هُوَ صَنِيْعُ الْجُهَّالِ، وَلاَ يُسَارِعُ إِلَى التَّكْفِيْرِ إِلاَّ الْجَهَلَةُ، فَيَنْبَغِيْ الاِحْتِرَازُ مِنَ التَّكْفِيْرِ مَا وَجَدَ الإِنْسَانُ إِلَى ذَلِكَ سَبِيْلاً، فَإِنَّ اسْتِبَاحَةَ الدِّمَاءِ وَالأَمْوَالِ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ إِلَى الْقِبْلَةِ، الْمُصَرِّحِيْنَ بِقَوْلِ: "لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ"، خَطَأٌ. وَالْخَطَأُ فِيْ تَرْكِ أَلْفِ كَافِرٍ أَهْوَنُ مِنَ الْخَطَأِ فِيْ سَفْكِ مَحْجَمَةٍ مِنْ دَمِ مُسْلِمٍ. ... فَإِنَّ التَّكْفِيْرَ فِيْهِ خَطَرٌ، وَالسُّكُوْتُ لاَ خَطَرَ فِيْهِ."!

‘‘তাকফীর বা কাফির বলা মূর্খদের কর্ম। মূর্খরা ছাড়া কেউ কাউকে কাফির বলতে ব্যস্ত হয় না। মানুষের উচিত সাধ্যমত কাউকে কাফির বলা থেকে বিরত থাকা। কিবলাপন্থীগণ যারা ‘‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ’’ বলে সাক্ষ্য দেন তাদের রক্ত ও সম্পদ নষ্ট করা কঠিন অপরাধ (কাফির বলা থেকেই এর সূত্রপাত)। ভুলক্রমে এক হাজার কাফিরকে পরিত্যাগ করা, ভুল করে একজন মুসলিমের প্রাণ বা সম্পদের সামান্যতম ক্ষতি করা থেকে সহজতর।.... কাফির বলার মধ্যে রয়েছে ভয়ঙ্কর ঝুঁকি, আর নীরব থাকায় কোনোই ঝুঁকি নেই। (আহমদ বুকরীন, আত-তাকফীর, পৃ. ৭৪; মুনাবী, ফাইযুল কাদীর ৪/১৬৭)

অতএব তাকফীরের বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করা চাই, জযবার মাথায় কাউকে তাকফীর করে নিজে যেন ফেঁসে না যাই। জযবায় বা হুজুগে শরীয়তের নীতিমালা যেন লঙ্ঘন করে না বসি।

আল্লাহ্ আমাদেরকে বাড়াবাড়ি ছাড়াছাড়ি থেকে মুক্ত হওয়ার এবং ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থানে থাকার তাওফীক দান করুন। আমীন!

একটি উদাহরণ

আনাস বিন মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছেন, "আল্লাহ তাঁর বান্দার তাওবা ঐ ব্যক্তির চেয়েও বেশি খুশি হন যে মরুভূমিতে তার বাহন হারিয়ে ফেলে যার উপর রয়েছে তার খাবার ও পানীয়, আর যখন সে তার বাহন খুঁজে পায় তখন সে প্রচুর খুশিতে বলতে থাকে, 'আল্লাহ, তুমি আমার গোলাম আর আমি তোমার রব', মানে সে খুশিতে আত্মহারা হয়ে ভুল করে বসে।"
(সহীহ মুসলিম, কিতাবুত তাওবা, হাদীস নং ৪৯৩২।)

'আল্লাহ, তুমি আমার গোলাম আর আমি তোমার রব' এই কথাটা একটা কুফরি কথা, তারপরও ঐ লোকটি তার দ্বীন থেকে খারিজ হয়নি। কেন? কারণ এটা ছিল ভুলবশত বলে ফেলা একটা কথা। আর ইসলামে এই ধরনের কুফরকে বলা হয় কুফর আল আখতা (ভুলবশত কৃত কুফর)। কেউ হয়তো তীব্র শোক বা প্রচুর খুশিতে বা ক্রোধে থাকাকালে এই ধরনের কথা বলে ফেলতে পারে। ঐ মুহূর্তগুলোতে এমন কথা বলার কারণে ঐ ব্যক্তি তার দ্বীন থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে এমনটি বলা যাবে না অথবা তাকে কাফির বলে গণ্য করা যাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না এর বিপরীত কোন কারণ থাকে।

৩. তাকফীরের শর্ত ও প্রতিবন্ধকতা

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রাহিমাহুল্লাহ) তাকফীরের প্রতিবন্ধকতা ও শর্তসমূহ নিয়ে বলেন যে, "তাকফীরের জন্য কিছু শর্ত রয়েছে ও কিছু প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। এবং তা (তাকফীর) সাধারণভাবে কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির ব্যাপারে প্রযোজ্য হবে না। যখন আমরা সাধারণভাবে তাকফীর করি, এর মানে এই নয় যে, আমরা কোন একজন ব্যক্তিকে কাফির বলে ঘোষণা দেই। কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির ব্যাপারে তা তখনি প্রযোজ্য হবে যখন এই শর্তসমূহ সেখানে বিদ্যমান থাকবে এবং এই প্রতিবন্ধকতাসমূহ সেখানে আর উপস্থিত থাকবে না।" (মাজমু আল ফাতওয়া, খন্ড ১২, পৃষ্ঠা নং ৪৮৭-৪৮৯।)

তাই আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাত নিম্নোক্ত প্রতিবন্ধকতা ও শর্তসমূহের ব্যাপারে একমত হয়েছেন:

১. যে কাজের জন্য তাকে কাফির বলা হচ্ছে তা যে কুফর এই ব্যাপারে কোন সন্দেহ থাকা যাবে না এবং শুধুমাত্র লোকেরা সেই কাজকে কুফর ভাবে এই ধারণার ওপর ভিত্তি করে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে না। কাজটি বিশুদ্ধ শরঈ' পদ্ধতিতে প্রমাণিত হওয়া; কোনো ধারণা, অনুমান, সন্দেহ বা সংশয় দ্বারা না হওয়া। আর তা হবে: হয়তো স্বীয় স্বীকারোক্তি দ্বারা, অথবা প্রমাণ (তথা, দুজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির সাক্ষ্য) দ্বারা।

২. ঐ ব্যক্তির মানসিক ভারসাম্য এবং তার বিচার বুদ্ধির সক্ষমতা থাকা আবশ্যক। অপ্রাপ্তবয়স্ক কোন শিশুর কথা বা কাজে কুফর পাওয়া গেলে তাকে কাফির বলা যাবে না।

৩. তার কৃতকর্মের ব্যাপারে তার জ্ঞান থাকতে হবে বা জানার সুযোগ থাকতে হবে। পাগল, মাতাল, বেহুঁশ বা অজ্ঞ হওয়া যাবে না।
৪. সে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে কাজটি সম্পন্ন করেছে, কোন দুর্ঘটনাবশত বা ভুলবশত নয়।
৫. উক্ত ব্যক্তি জাগ্রত অবস্থায় কাজটি করেছে, ঘুমন্ত অবস্থায় করেনি।
৬. সে কাজটি স্বাধীনভাবে করেছে, তার উপর কোন জোর জবরদস্তি (الإكراه) করা হয়নি এবং ঐ ব্যক্তি উপরের বিষয়গুলোর বিপরীত নয়।
৭. ঐ ব্যক্তির কাছে তার কাজের এমন কোন গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা (تأويل) নাই যা তার কুফরি কাজকে যথার্থ বলে সাব্যস্ত করবে। এই বিষয়টা আলাদাভাবে উল্লেখ করা খুব জরুরি এজন্য যে, যে ব্যক্তি এমন কাজ করছে সে আসলে ভিন্ন ব্যাখ্যা দাঁড় করাচ্ছে। আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ তাদের তাকফীর করে না। যদিও তাদের কৃত কাজ কুফর। এর কারণ এই যে, এদের অনেকেই সঠিক ব্যাখ্যা বা বুঝের ব্যাপারে অজ্ঞ কিংবা বাতিল উলামা দ্বারা ভুল পথে ধাবিত। তাদের কিছু কিছু নেতা বা আলিমরা লোকদের এইসব মনগড়া ব্যাখ্যা দেয়ার জন্য এমনকি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ব্যাপারেও মিথ্যাচারে লিপ্ত হয়।

তাকফীরি কারা?

নবীজী (সা.)-এর বিদায়ের পর মুসলিম উম্মাহ সর্বপ্রথম যেই ভয়ঙ্কর ফিতনার সম্মুখীন হয়, তা হলো তাকফীরি ফিতনা। এই ফিতনার দ্বারাই উম্মতের মাঝে ফিতনার দ্বার উন্মুক্ত হয়। আজও রয়ে গেছে সেই ফিতনা।

ইসলামের ইতিহাস জুড়ে, সময়ের পরিক্রমায় অসংখ্য তাকফীরি গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়েছিল যারা এই ধর্মের ব্যাপারে মৌলিকভাবে নতুন ও বিচিত্র ধরনের সব চিন্তাধারা প্রবর্তন করে এসেছে। এই গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে উম্মাহকে বিভ্রান্তকারী অন্যতম সহিংস গোষ্ঠীর নাম খারিজি গোষ্ঠী। নবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী সর্বপ্রথমে যে ভ্রান্ত আকিদার দল ইসলামে উদ্ভব হয়েছিলো সেটি হলো খারিজি সম্প্রদায়। খারিজি সম্প্রদায়ের কর্মকাণ্ডেই আমরা ইসলামের ইতিহাসে উগ্রতা ও সন্ত্রাসের প্রথম ঘটনা দেখতে পাই।

খারিজি হচ্ছে ৭২টি বিদআতী জাহান্নামী তরিকার একটা তরিকা। এরা অত্যন্ত চরমপন্থী একটি দল যারা সাহাবা (রা.) ও মুসলিম শাসকদেরকে কাফির ফতোয়া দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে অনেক মুসলমানদেরকে হত্যা করেছে। কিন্তু ব্যক্তিগত আমলের দিক থেকে তারা হচ্ছে এই উম্মতের মাঝে সবচাইতে বেশি ইবাদত করনেওয়ালা ফিরকা। তারা সবচাইতে বেশি নামায পড়তো, সবচাইতে বেশি রোযা রাখতো, সারারাত তাহাজ্জুদ পড়তো, কুরআন পড়তো। এইগুলো রাসুল (সা.) আগেই বলেছিলেন তাদের গুণাবলি সম্পর্কে। কিন্তু তাদের ভ্রান্ত আকিদা (ধর্মীয় বিশ্বাস) ও চরমপন্থা অবলম্বনের কারণে তারা এতো নামায রোযা করেও এতোটাই নিকৃষ্ট যে, রাসুল (সা.) তাদেরকে "কিলাবু আহলিন-নার" জাহান্নামের কুকুর বলেছেন। তাই কোন দলের লোক অনেক আমল করলেই তারা জান্নাতী হয়ে যায় না, দেখতে হবে তাদের আকিদা কী, তাদের মানহাজ (চলার পথ বা পদ্ধতি/উসূল বা মূলনীতি) কী? তারা যদি আহলে সুন্নতের অনুসারী হয় তাহলেই সে নাজাত পাবে, আর আহলে সুন্নতের বিপরীত চললে যতই আমল করুক, জাহান্নামে যাবে।

বর্তমান যুগেও এমন কিছু খারিজি লক্ষ্য করা যায়, বা এমন অনেক ব্যক্তি বা দল আছে যাদের মাঝে খারিজিদের বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। যেমন, ১৯৭৯ সালে সৌদি আরবের সরকারের বিরুদ্ধে "জুহাইমান আল-ওতাইবি" নামে এক লোক বিদ্রোহ করে ক্ষমতা দখল করার চেষ্টা করে। আনুমানিক ৩০০-৪০০ লোক নিয়ে সে প্রথম কাবা দখল করে এবং সেখানে তাদের মধ্য থেকে একজনকে "ইমাম মাহদী" দাবি করে তার হাতে বায়াত করে তাকে শাসক হিসেবে মেনে নিতে দাবি করে। এরা "মসজিদুল হারাম" যেখানে কিয়ামত পর্যন্ত রক্তপাত কঠোরভাবে নিষিদ্ধ, সেখানে অনেক মানুষদেরকে হত্যা করে। অবস্থা এতো সংকটময় দেখে ইমাম বিন বাজ (রহ.)-সহ তখনকার বড় আলিমরা ফতোয়া দেন যে সে খারিজি হয়ে গেছে। এর ক্ষতি থেকে মুসলিমদের বাঁচানোর জন্য কাবাঘরে এদের উপর আক্রমণ করা জায়েজ হবে, যদিও হারামে রক্তপাত চিরদিনের জন্য নিষিদ্ধ। কিন্তু সংকটপূর্ণ অবস্থায় মাসআলা পরিবর্তন হয়ে যায়, আর এর মতো লোককে না সরালে সে আরও ফিতনা ছড়াবে, তাই এইক্ষেত্রে হারামে তাদের উপর আক্রমণ করলে গুনাহ হবে না।

বর্তমান সময়ে খারিজি নিয়ে বেশ বিতর্ক হচ্ছে। ছোটখাট মাসআলার ব্যাপারে বিরোধ হলেও পরস্পরকে খারিজি বলে আখ্যা দেয়া হচ্ছে। এই বিভ্রান্তি দূর করার জন্য ইমাম ইবন কাসীর রচিত "আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়া" থেকে খারিজি আকিদা বিষয়ক লেখাটির অংশবিশেষ সংকলিত করা হয়েছে। পাশাপাশি আরও বিস্তারিত জানার জন্য ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রচিত "ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ" নামক বই থেকে খারিজি আকিদা সম্পর্কিত কিছু কথা যুক্ত করা হয়েছে।

খারিজিগণের বিভ্রান্তিকর মতবাদের অন্যতম হলো:

১. ইসলামের নির্দেশনা বা কুরআন বুঝার ক্ষেত্রে নিজেদের বুঝকেই চূড়ান্ত বলে গণ্য করা। এক্ষেত্রে সাহাবীগণের মতামতের গুরুত্ব অস্বীকার করা।

২. হাদীস মানলেও সুন্নাহ বা আলোচ্য ও বিতর্কিত বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রায়োগিক কর্ম ও কর্মপদ্ধতির গুরুত্ব অস্বীকার করা।

৩. পাপের কারণে মুসলিমকে কাফির বলা।

৪. কাফির হত্যার ঢালাও বৈধতা দাবি করা।

৫. রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের শরয়ী গুরুত্ব অস্বীকার করা।

৬. তাদের মতের বিরোধী সকল আলিমকে অবজ্ঞা করা। ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ,২য় সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৬৬-৭২